তারিখ ... 27 JAN 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... 2 ......

কালের কণ্ঠ

### অবরোধ থাকলেও এসএসসি পরীক্ষা

# নিরাপত্তা বাড়ছে কেন্দ্রে যাতায়াত নিজ দায়িত্বে

▶ কেন্দ্রের চারপাশে ১৪৪ ধারার আওতা ১৫০ থেকে বাড়িয়ে ২০০ গজ করা হয়েছে

▶ পরীক্ষা নির্বিঘ্ন করতে জেলায় জেলায় সভা

▶ উৎকণ্ঠা কাটছে না ১৫ লাখ পরীক্ষার্থীর

শরীফুল আলম সুমন ▷

অবরোধের মধ্যেই এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি প্রায় শেষ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পরীক্ষা নির্বিঘ্ন করতে জেলা প্রশাসকদের সভাপতিত্বে এরই মধ্যে বিভিন্ন জেলায় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাকি জেলাগুলোতেও এ সপ্তাহের মধ্যেই সভা হবে। তবে অবরোধের মধ্যে পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়টি মাথায় রেখেই পরীক্ষাকেন্দ্রের নিরাপত্তা জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আগের বছরগুলোতে পরীক্ষাকেন্দ্রের চারপাশে ১৫০ গজ পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি থাকলেও এবার তা ২০০ গজ করা হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা কিভাবে আসা-যাওয়া করবে সে ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা নেই।

পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বলছেন, অবরোধে প্রধান সমস্যা রাস্তাঘাটে। যেভাবে গাড়িতে পেট্রলবোমা মারা হচ্ছে তাতে নিজ দায়িত্বে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছানো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের কেন্দ্রে পৌঁছানোর নিরাপত্তা যদি সরকার না দেয় তাহলে কেন্দ্রের নিরাপত্তা দিয়ে কী হবে, সে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, অবরোধের মধ্যে পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, একসঙ্গে ১৫ লাখ শিক্ষার্থীকে নিরাপত্তা দেওয়ার মতো লোকবল আইনশৃঙ্খলা

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক.

## নিরাপত্তা বাড়ছে কেন্দ্রে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

রক্ষাকারী বাহিনীতে নেই। তবে অবরোধের মধ্যে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে সেখানে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে আশ্বস্ত করা হয়েছে।

আগামী ২ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। এবার এতে অংশ নেবে প্রায় ১৫ লাখ পরীক্ষার্থী। বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের ডাকে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে অনির্দিষ্টকালের অবরোধ চলছে। ফেব্রুয়ারি থেকে তাদের কর্মসূচি আরো জোরদার হবে বলে জানা যায়। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় অবরোধের মধ্যেই এসএসসি পরীক্ষা নিতে বদ্ধপরিকর। মন্ত্রণালয় বলছে, এসএসসি পরীক্ষা এক সপ্তাহ পেছালে এইচএসসির শিক্ষাবর্ষও এক সপ্তাহ পিছিয়ে যাবে। কারণ মার্চের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণ করে তিন মাসের মধ্যে ফল প্রকাশ করতে হবে। তা হলেই ১ জুলাই থেকে এইচএসসির শিক্ষাবর্ষ শুরু করা সম্ভব হবে। কিন্তু এসএসসি পরীক্ষা পেছালে তা সম্ভব হবে না। তাই নিরাপত্তা জোরদার করে অবরোধের মধ্যেই পরীক্ষা নেওয়া হবে।

সরকার ও বিএনপি জোটের অনড় অবস্থানে উৎকণ্ঠা বাড়ছে ১৫ লাখ পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের।

কয়েক দিন আগে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'যত দূর জানি কর্মসূচি চলবে।' তাঁর মতে, আন্দোলন থেকে পেছানোর কোনো সুযোগ বিএনপির নেই। প্রায় একই ধরনের মত দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য লে. জে. (অব.) মাহবুবুর রহমানেরও। তিনি বলেন, আন্দোলন যে পর্যায়ে রয়েছে, তাতে পেছানোর সুযোগ নেই। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিএনপির আরেক সিনিয়র নেতা বলেন, বিশ্ব ইজতেমার সময়ে যেখানে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়নি সেখানে পরীক্ষার সময় তা প্রত্যাহারের চিন্তা অবান্তর।

এদিকে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল সোমবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেছেন, 'বিএনপি অবরোধ চালিয়ে গেলেও তার মধ্যেই এসএসসি পরীক্ষা নেওয়া হবে। আর তাদের (বিএনপির) অবরোধের তো কোনো সময়সীমা নেই। তাই আমরা যে পরীক্ষা পিছিয়ে দেব তার তো কোনো উপায় নেই। যথাসময়েই পরীক্ষা নিতে হবে। পরীক্ষা পেছানোর কোনো সুযোগ নেই।'

পরীক্ষার সব প্রস্তুতি শেষ জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'এখন সরকারের প্রত্যাশা–শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে এসএসসি পরীক্ষার সময় বিএনপি অবরোধ তুলে নেবে। পরীক্ষার রুটিন দেখেও এই সময়ে তারা (বিএনপি) কেন এসব কর্মসূচি দেয়? তাদের কি কাণ্ডজ্ঞান নেই?'

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'অবরোধের মধ্যে সব কিছুই তো ঠিকঠাক চলছে। তাই পরীক্ষা পেছানোর কোনো যুক্তি নেই। যথাসময়েই পরীক্ষা হবে। তবে কেন্দ্রের নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে।'

ঢাকা জেলায় এসএসসি পরীক্ষা যাতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ও সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে ঢাকার জেলা প্রশাসক মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়ার সভাপতিত্বে গত ১৮ জানুয়ারি এক সভা হয়। সেখানে পরীক্ষাকেন্দ্রের ২০০ গজের মধ্যে অননুমোদিত ব্যক্তির প্রবেশ নিষিদ্ধ করে আইনানুগ নিষেধাজ্ঞা জারি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে ডিএমপি কমিশনার ও সব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানানো হয়। পরীক্ষার সময় আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সভায়।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডও তাদের ৩৭৯ জন কেন্দ্রসচিবকে নিয়ে গত ২৪ জানুয়ারি সভা করেছে। সেখানে যথাসময় থেকেই পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে তাঁদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

ঢাকার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মোহাম্মদ নাজমুল আবেদীন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এবারের পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই স্পেশাল অ্যাটেনশন নেওয়া হয়েছে। আমরা বাড়তি ফোর্স চেয়েছিলাম। তবে এতগুলো কেন্দ্রে বাড়তি ফোর্স পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে এখনো নিশ্চয়তা পাওয়া যায়নি। তবে কোনো কিছুই তো থেমে নেই। আশা করছি নির্বিঘ্নেই পরীক্ষা শেষ করতে পারব।'

ঢাকার বাইরের জেলা প্রশাসকরা পরীক্ষা নির্বিঘ্ন করতে একে একে সভা করছেন। রাজশাহীর জেলা প্রশাসক মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী গতকাল ফোনে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'গত সপ্তাহে এসএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে আমাদের সভা হয়েছে। সেখানে প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা ও কেন্দ্রের নিরাপত্তার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে।' দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক আহমেদ শামীম আল রাজী গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আগামীকাল (মঙ্গলবার) এ বিষয়ে আমাদের সভা হবে। নিরাপত্তাসহ নানা বিষয়ে সেখানে আলোচনা হবে।'

আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটি সূত্রে জানা যায়, বিজি প্রেস থেকে এরই মধ্যে রাজশাহী ও কুমিল্লা ছাড়া সব বোর্ডের প্রশ্নপত্র নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেছে। দু-এক দিনের মধ্যে বাকি প্রশ্নপত্র পৌঁছে যাবে। আর খাতা সংশ্লিষ্ট বোর্ড থেকে বিতরণ করা হচ্ছে। গত সপ্তাহে হরতাল থাকায় দুই দিন খাতা সরবরাহ বন্ধ ছিল। তবে শুক্র ও শনিবার ছুটির দিনেও খাতা সরবরাহ করে তা পুষিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই সপ্তাহে হরতাল থাকলেও যথাসময়েই খাতা পৌঁছে যাবে।

অবরোধের মধ্যে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারে সাবকমিটির যুক্তি, প্রতি দুই থেকে তিন কিলোমিটারের মধ্যেই পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। এতে অবরোধ থাকলেও পরীক্ষাকেন্দ্রে যেতে কোনো সমস্যা হবে না। তবে অভিভাবকরা বলছেন ভিন্ন কথা। একজন অভিভাবক বলেন, 'ভালো স্কুলের জন্য অনেক শিক্ষার্থী ১০-১৫ কিলোমিটার দূরে যেতেও দ্বিধাবোধ করে না। সে ক্ষেত্রে পরীক্ষার জন্য তাদের ১৫-২০ কিলোমিটার দূরে যেতে হবে। অবরোধের মধ্যে এই রাস্তার নিরাপত্তা কে দেবে?'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, 'পরীক্ষার মধ্যে অবরোধ প্রত্যাহার হবে না–এমনটি ধরে নিয়েই প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। অবরোধের মধ্যে পরীক্ষা নেওয়া হলেও যেদিন হরতাল থাকবে সেদিনের পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হতে পারে। তবে ইংরেজি মাধ্যমের মতো এসএসসি পরীক্ষাও অবরোধের আওতামুক্ত রাখে কি না সেদিকেও আমরা তাকিয়ে আছি।'

জানতে চাইলে আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাবকমিটির সভাপতি ও ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু বক্কর ছিদ্দিক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'পরীক্ষা অনুষ্ঠানের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি। আমরা যথাসময়েই পরীক্ষা নেব। আমাদের এর বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তাহলে সেশনজটে পড়তে হবে। এখন রাস্তায় প্রচুর গাড়ি চলাচল করে। তাই শিক্ষার্থীদের আসা-যাওয়ায়ও তেমন সমস্যা হওয়ার কথা নয়। শিক্ষার্থীরা আমাদের সবার সন্তান। তারা রাজনীতি করে না। তাই আমি আশা করব, পরীক্ষা গ্রহণে সমস্যা হয় এমন কোনো কর্মসূচি রাজনৈতিক দলগুলো দেবে না। আগামী ২৮ তারিখ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় করণীয় বিষয়ে জানতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সভা ডাকা হয়েছে। এরপর ২৯ তারিখ সংবাদ সম্মেলনে পরীক্ষার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হবে।'

টানা অবরোধে চরম উৎকণ্ঠায় দিন পার করছে ১৫ লাখ এসএসসি পরীক্ষার্থী। তাদের সঙ্গে অভিভাবকরাও উদ্বিগ্ন। লাগাতার অবরোধের কারণে বিঘ্ন ঘটেছে পরীক্ষার প্রস্তুতিতেও। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের পরীক্ষার্থী লামিয়া আক্তারের বাবা শাহরিয়ার আলম বলেন, 'পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে রিস্ক নিয়ে কেন্দ্রে যেতেই হবে। কিন্তু সেই যাওয়া-আসার নিরাপত্তাই তো বড় ব্যাপার। আমাদের সন্তানরা যেন কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেই নিশ্চয়তা আমরা চাই।'

অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু বলেন, 'বিএনপি বলছে অবরোধ চলবে। আর সরকার বলছে, পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হবে। মাঝখানে আমাদের শিক্ষার্থীরা। ১৫ লাখের মধ্যে একজন শিক্ষার্থীও যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে এর দায়িত্ব কে নেবে?'

বিএনপি-জামায়াতের হরতাল-অবরোধের কারণে ২০১৩ সালে এসএসসির ৩৭টি বিষয় এবং এইচএসসির ৪১টি বিষয়ের পরীক্ষা পেছাতে বাধ্য হয়েছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শুধু তাই নয়, ওই বছরের জেএসসি-জেডিসির ১৭টি বিষয় এবং প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনীর দুটি বিষয়ের পরীক্ষা হরতালের কারণে পিছিয়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়া গত বছরের শেষ দিকে জেএসসি-জেডিসি এবং প্রাথমিক ও এবতেদায়ি পরীক্ষাও বিএনপির হরতালের কবলে পড়লে বেশ কয়েকটি পরীক্ষা পিছিয়ে যায়।